Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরত্ব ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা:হাসিনা বেগম

রোলঃ 23100120200

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরত্ব ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা:হাসিনা বেগম

রোলঃ 23100120200

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরত্ব ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসা:হাসিনা বেগম, আইডিঃ 23100120200 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরত্ব ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাসিনা বেগম

(স্বাক্ষর)

মোসা:হাসিনা বেগম

আইডিঃ 23100120200

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

দ্বীনি ইলম অর্জনের গুরুত্ব, ফজিলত ও প্রয়োজনীয়তা

ক্রমিক নং	অধ্যায়/বিষয়	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় ১	**ভূমিকা**	১
১.১	বিষয়ের অবতারণা	৪
১.২	গবেষণার প্রেক্ষাপট	৪
১.৩	দ্বীনি ইলমের সংজ্ঞা	৫
১.৪	কুরআনের আলোকে দ্বীনি ইলম	৫
১.৫	হাদিসের আলোকে দ্বীনি ইলম	৬
১.৬	দ্বীনি ইলমের প্রকারভেদ	৭
অধ্যায় ২	**ইলমের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ**	১৪
২.১	ইলমের আভিধানিক অর্থ	১৫
২.২	ইলমের পারিভাষিক অর্থ	১৫
২.৩	কোরআনের আলোকে ইলমের গুরুত্ব	১৬
২.৪	হাদিসের আলোকে ইলমের গুরুত্ব	১৬
২.৫	ইলমের প্রকৃত স্বরূপ	১৭
অধ্যায় ৩	**কুরআনের আলোকে ইলমের ফজিলত**	১৭
৩.১	ওহীর সূচনা	১৭
৩.২	জ্ঞানীদের মর্যাদা	১৮
৩.৩	জ্ঞানী ও অজ্ঞের পার্থক্য	১৮
৩.৪	ইলম ও তাকওয়া	১৮
৩.৫	মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বে ইলম	১৯
৩.৬	জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া	২০
অধ্যায় ৪	**সুন্নাহর আলোকে ইলমের ফজিলত**	২০
৪.১	ইলম অর্জনের ফরজিয়ত	২০
৪.২	জান্নাতের পথ	২১
৪.৩	নবীদের উত্তরাধিকার	২১
৪.৪	সৃষ্টির দোয়া	২২
৪.৫	কল্যাণের মাপকাঠি	২২
৪.৬	ইলমের স্থায়ী সুফল	২৩
অধ্যায় ৫	**সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি**	২৩

৫.১	ত্যাগ ও সাধনা	২৩
৫.২	ইমাম আবুহানিফা (রহ.)	২৪
৫.৩	ইমাম মালেক (রহ.)	২৪
৫.৪	ইমাম শাফেয়ী (রহ.)	২৫
৫.৫	ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)	২৬
৫.৬	অন্যান্য মনীষী	২৭
৫.৭	ইলম ও তাকওয়া	২৮
অধ্যায় ৬	**জীবনে ইলমের প্রয়োজনীয়তা**	২৯
৬.১	ব্যক্তিগত জীবন	২৯
৬.২	পারিবারিক জীবন	৩০
৬.৩	সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন	৩১
৬.৪	ফিতনা প্রতিরোধ	৩২
৬.৫	ইলমহীনতার ক্ষতি	৩৩
অধ্যায় ৭	**ইলম অর্জনের আদব**	৩৪
৭.১	আদবের গুরুত্ব	৩৪
৭.২	গুণাবলী	৩৫
৭.৩	শর্তাবলী	৩৬
৭.৪	পরিবেশ ও সরঞ্জাম	৩৭
৭.৫	পদ্ধতি	৩৮
অধ্যায় ৮	**আমল না করার পরিণাম**	৩৯
৮.১	ইলম ও আমল	৩৯
৮.২	কুরআনের সতর্কতা	৪০
৮.৩	হাদিসের বর্ণনা	৪১
৮.৪	ইলমহীন বনাম আমলহীন	৪২
৮.৫	ক্ষতিকর দিক	৪৩
৮.৬	সংশোধনের উপায়	৪৪
অধ্যায় ৯	**আধুনিক যুগে দ্বীনি ইলম**	৪৫
৯.১	বর্তমান সংকট	৪৫
৯.২	বিভ্রান্তির কারণ	৪৬

৯.৩	সমাধান	৪৭
৯.৪	আধুনিকায়ন	৪৮
অধ্যায় ১০	**উপসংহার ও সুপারিশ**	৪৯
১০.১	সারসংক্ষেপ	৪৯
১০.২	গবেষণার ফলাফল	৫০
১০.৩	ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুপারিশ	৫১
১০.৪	আলেমদের ভূমিক	৫৭
১০.৫	আলেমদের দায়িত্ব	৫৯
১০.৬	আলেমদের গুরুত্ব উপেক্ষার ক্ষতি	৫৯
১০.৭	আধুনিক সমস্যার শরয়ী সমাধান	৬০
১০.৮	সমাপনী কথা	৬১
	গ্রন্থপঞ্জি	৬৩

অধ্যায় ১: ভূমিকা

১.১ বিষয়ের অবতারণা

ইসলামি জীবনদর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হলো জ্ঞান বা 'ইলম'। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মানবসভ্যতার যা কিছু কল্যাণকর, তার মূলে রয়েছে সঠিক জ্ঞান। মহান আল্লাহ তাআলা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন কেবল তার বিবেক এবং অর্জিত জ্ঞানের কারণে। পবিত্র কুরআনের প্রথম বাণীই ছিল পড়ার নির্দেশ। এটি স্পষ্ট করে দেয় যে, ইসলাম একটি আমলসর্বস্ব ধর্ম হওয়ার আগে একটি জ্ঞানভিত্তিক ধর্ম। দ্বীনি ইলম কেবল পরকালের মুক্তির পাথেয় নয়, বরং এটি দুনিয়াতে মানুষের আত্মসম্মান, ন্যায়বিচার এবং নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার প্রধান মাধ্যম।

১.২ গবেষণার প্রেক্ষাপট

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে জ্ঞানের উৎস প্রচুর হলেও সঠিক এবং বিশুদ্ধ দ্বীনি জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে মুসলিম যুবসমাজের একটি বড় অংশ ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। জ্ঞানহীন ইবাদত অনেক সময় মানুষকে অন্ধ গোঁড়ামি বা চরমপন্থার দিকে ঠেলে দেয়। অন্যদিকে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে দ্বীনি ইলমের সমন্বয় না থাকায় এক ধরনের আদর্শিক শূন্যতা তৈরি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে দ্বীনি ইলমের প্রকৃত স্বরূপ, এর অফুরন্ত ফজিলত এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর অপরিহার্যতা নিয়ে একটি গবেষণালব্ধ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

১.৩. দ্বীনি ইলমের সংজ্ঞা

সাধারণভাবে, **ইলম** (العلم) অর্থ হলো কোনো কিছুকে তার প্রকৃত অবস্থায় জানা। তবে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বীনি ইলম হলো সেই জ্ঞান, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলদের মাধ্যমে মানুষের হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। এর মূল উৎস হলো **কুরআন এবং সুন্নাহ**।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় **'দ্বীনি ইলম'** বা ধর্মীয় জ্ঞান বলতে কেবল তথ্য জানাকে বোঝায় না, বরং এটি এমন এক বিশেষ উপলব্ধি যা মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা, তাঁর বিধান এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

নিচে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর বিস্তারিত সংজ্ঞা ও গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

বিখ্যাত ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ.) এর মতে:

"ইলম হলো আল্লাহ যা বলেছেন, তাঁর রসূল যা বলেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম যা বলেছেন তার নাম।"

২. আল-কুরআনের আলোকে দ্বীনি ইলম

কুরআনে ইলমের গুরুত্ব এবং এর সংজ্ঞার ব্যাপকতা উল্লেখ করা হয়েছে অনেক জায়গায়।

- **উপলব্ধি ও চিন্তাশক্তি:** আল্লাহ তাআলা বলেন:

  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

  "বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? কেবল বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা আয-যুমার: ৯)

- **আল্লাহর পরিচয় লাভ:** ইলমের অন্যতম লক্ষ্য হলো অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করা। এর মাধ্যমেই প্রকৃত 'আলেম' চেনা যায়:

  إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

  "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই (জ্ঞানীরাই) তাঁকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির: ২৮)

- **উচ্চ মর্যাদা লাভ:** দ্বীনি জ্ঞান অর্জনকারীদের মর্যাদা সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম বা জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন।" (সূরা আল-মুজাদালাহ: ১১)

৩. হাদিসের আলোকে দ্বীনি ইলম

রাসূলুল্লাহ (সা.) দ্বীনি ইলমকে জান্নাতের পথ এবং মুমিনের শ্রেষ্ঠ অর্জন হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

- **ফরয বা আবশ্যকতা:** দ্বীনি ইলমের একটি নির্দিষ্ট অংশ শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। রাসূল (সা.) বলেছেন:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয।" (সুনানে ইবনে মাজাহ: ২২৪)

- **কল্যাণের প্রতীক:** আল্লাহ কাউকে বিশেষ পছন্দ করলে তাকে এই জ্ঞান দান করেন:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান (ফক্বীহ) দান করেন।" (সহীহ বুখারী: ৭১)

- **জান্নাতের পথ:** ইলম অর্জনের প্রচেষ্টাকে জিহাদের সমান ও জান্নাতের সহজ পথ বলা হয়েছে:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" (সহীহ মুসলিম: ২৬৯৯)

- **উত্তরাধিকার:** ইলম হলো নবীদের মিরাস বা সম্পদ:

"الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ"

"আলেমরা নবীদের উত্তরাধিকারী। আর নবীরা দিরহাম বা দীনার (টাকা-পয়সা) উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি, বরং তারা রেখে গেছেন ইলম।" (সুনানে আবু দাউদ: ৩৬৪১)

৪. দ্বীনি ইলমের প্রকারভেদ

দ্বীনি ইলমকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়:

1. **ফরয-ই-আইন:** ব্যক্তিগতভাবে যা জানা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয (যেমন: সালাত, রোজা, হালাল-হারাম এবং মৌলিক আকীদা সম্পর্কিত জ্ঞান।
2. **ফরয-ই-কিফায়া:** যা সমাজের কিছু লোক জানলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায় (যেমন: ফিকহ বা শরিয়তের গভীর মাসআলা-মাসায়েল এবং গবেষণাধর্মী জ্ঞান।

দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব (কোরআনের আলোকে)

১. আল্লাহভীতি (তাকওয়া) অর্জনের মাধ্যম

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহকে তার বান্দাদের মধ্যে তারাই বেশি ভয় করে, যারা জ্ঞানী।"
— (সূরা ফাতির: ২৮)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, প্রকৃত জ্ঞানই মানুষকে আল্লাহভীরু করে তোলে।

২. মর্যাদা বৃদ্ধি করে

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা অনেক উঁচু করে দেবেন।"
— (সূরা মুজাদিলা: ১১)

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, দ্বীনি ইলম মানুষের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

"বলুন তো যারা ইলমে দ্বীন হাসিল করেছে এবং যারা কুরআনের ইলম হাসিল করেনি, তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে?" অর্থাৎ যারা ইলম হাসিল করেনি এমনকি উলামায়ে কিরামের সাথে যাদের উঠা-বসা বা কোনরূপ যোগাযোগও নেই তাদের জন্য আল্লাহর যথার্থ গোলামী অসম্ভব। তাই গোলাম হয়ে মালিকের গোলামীর খবর না রাখায় তারা পশু স্তরের ও নিচে অবস্থান করে। তারা কখনো ইলমওয়ালাদের সমান হতে পারে না। (সূরা যুমার, আয়াত-৯)

ইলমের কারণে আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের উপর মর্যাদা দেওয়া হয়:

আল্লাহ তাআলা আদমকে সৃষ্টি করে তার সম্মানার্থে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার আদেশ করলে ফেরেশতাগণ সিজদা করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে জ্ঞান শিক্ষা দিলেন এবং ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

অতঃপর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলোকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বল, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও। তারা বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয় আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় (বুখারী ২/০১-০২। অতঃপর তিনি আদমকে বললেন, 'হে আদম! তুমি এদেরকে এসবের নামগুলো বলে দাও।' অতঃপর যখন আদম তাদেরকে এসবের নামগুলো বলে দিল, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও জমিনের অদৃশ্য বিষয়সমূহ আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন রাখ

৩. সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করে

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না—তারা কি সমান?"
— (সূরা যুমার: ৯)

এখানে আল্লাহ তাআলা জ্ঞানীদের বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

৪. হিদায়াতের উৎস

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

"এটি এমন একটি কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই; মুত্তাকীদের জন্য এটি পথপ্রদর্শক।"
— (সূরা বাকারা: ২)

দ্বীনি ইলম মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেয়।

ইলম অন্তরের জ্যোতি ও চোখের আলো:

মহান আল্লাহ বলেন,

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

‘আর এভাবেই আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি রূহ (কুরআন), আমাদের আদেশক্রমে। অর্থাৎ তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি? বরং আমরা একে করেছি জ্যোতি, যার মাধ্যমে আমরা পথপ্রদর্শন করি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে আমরা চাই। আর নিশ্চয় তুমি প্রদর্শন করে থাক সরল পথ’ (শূরা ৪২/৫২।

হযরত ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ইলম জীবন ও আলো আর মূর্খতা হল মৃত্যু ও অন্ধকার। সমস্ত অনিষ্টের মূল হল জীবন ও আলো না থাকা। আর কল্যাণের মূল হল আলো ও জীবন।

মহান আল্লাহ বলেন,

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

‘আর যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে’ (আনআম ৬/১২২)

(৮) আকীদা ও আমল ছ্বীহ হওয়ার ভিত্তি ইলম:

কথা ও কাজের পূর্বশর্ত হল ইলম। হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন,

إِنَّ الْعِلْمَ إِمَامُ الْعَمَلِ، وَقَائِدُهُ، وَالْعَمَلُ تَابِعٌ لَهُ، وَمُقْتَدٍ بِهِ، فَكُلُّ عَمَلٍ لَا يَكُونُ خَلْفَ الْعِلْمِ فَهُوَ لَا يَنْفَعُ

“নিশ্চয়ই ইলম (জ্ঞান) হলো আমলের নেতা ও পথপ্রদর্শক। আমল ইলমের অনুসারী এবং তার অনুকরণকারী। তাই যে আমল ইলমের ভিত্তিতে নয়, সে আমল কোনো উপকারে আসে না।”

দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব (হাদিসের আলোকে)

১. ইলম অর্জন ফরজ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।”
— (ইবনে মাজাহ: ২২৪)

২. জান্নাতের পথ সহজ করে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

“مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ”

“যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।”
— (সহিহ মুসলিম: ২৬৯৯)

ইবাদতের চেয়ে ইলমের মর্যাদা অধিক:

* সা’দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرْعُ, ‘ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা ইলমের মর্যাদা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আর তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হ’ল আল্লাহভীতি’।

হুযায়ফাহ বিন ইয়ামান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرْعُ ‘ইলমের মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা উত্তম। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠতম দ্বীন হ’ল সংযমশীলতা’। [18]

ইলম পানাহার অপেক্ষা অধিক যরূরী:

* মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানাহারের প্রয়োজন যেমন, ইলমের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এমনকি কোনটা খাবে, কোনটা খাবে না সেটাও ইলমের মাধ্যমেই নির্ধারণ করতে হবে। তাই ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, النَّاسُ مُحْتَاجُونَ إِلَى الْعِلْمِ أَكْثَرُ مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَالْعِلْمُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ بِعَدَدِ الْأَنْفَاسِ ‘মানুষের পানাহারের চেয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন বেশী। কারণ খাদ্য ও পানীয় দিনে একবার বা দু’বার প্রয়োজন। আর জ্ঞানের প্রয়োজন শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা পরিমাণ’।

৩. আলেমদের মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

«الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ»

“আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।”
— (তিরমিজি: ২৬৮২)

৪. ইলম দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের চাবিকাঠি

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“যাকে আল্লাহ কল্যাণ দিতে চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।”
— (সহিহ বুখারি: ৭১, সহিহ মুসলিম: ১০৩৭)

৫. ইলম সদকায়ে জারিয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“মানুষ মারা গেলে তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিস ছাড়া: সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান, অথবা নেক সন্তান…”
— (সহিহ মুসলিম: ১৬৩১)

জ্ঞানের কারণে দুনিয়ায় মানুষকে সম্মান প্রদান করা হয়েছে:

পৃথিবীতে যাকেই আল্লাহ সম্মানিত করেছেন ও আদর্শ বানিয়েছেন, তা করেছেন জ্ঞানের কারণে। কুরআনে নবী-রাসূল নন এমন কতক মর্যাদাবান ব্যক্তির আলোচনা এসেছে। যেমন- ১. খিযির (কাহফ ১৮/৬৫), ২. লোকমান (লোকমান ৩১/১২), ৩. তালুত (বাকারা ২/২৪৭)

দ্বীনি ইলমের বাস্তব গুরুত্ব

১. ইবাদতের সঠিকতা নিশ্চিত করে

ইলম ছাড়া নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদি সঠিকভাবে আদায় করা সম্ভব নয়।

২. চরিত্র গঠন করে

দ্বীনি জ্ঞান মানুষের আখলাক উন্নত করে এবং তাকে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বানায়।

৩. সমাজকে সুন্দর করে

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি সমাজে ন্যায়, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।

৪. ভ্রান্তি ও বিদআত থেকে রক্ষা করে

সঠিক দ্বীনি ইলম মানুষকে ভুল বিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে দূরে রাখে।

ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা সংক্রান্ত একটি শিক্ষণীয় ঘটনা:

একদা একজন 'তালিবুল ইলম' দীর্ঘদিন তার উস্তাদের কাছে ইলম অর্জন করার পর যখন বিদায় নিয়ে দেশে চলে যাচ্ছিল তখন উস্তাদ ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমার কাছে ৩৩ বছর অবস্থান করেছ" "এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তুমি আমার কাছ থেকে কতটুকু উপকৃত হয়েছ?" ছাত্রটি বলল, "আমি আপনার নিকট থেকে মাত্র ছয়টি বিষয় শিখেছি।" উস্তাদ বললেন, "এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তুমি মাত্র ছয়টি বিষয় শিখেছ? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তোমার মধ্যে কী আল্লাহর ভয় বলতে কিছু নেই?" ছাত্র বলল, "আমি সত্য বলছি, মিথ্যা নয়।" উস্তাদ এবার বললেন, "আচ্ছা তাহলে বলো, কী সেই ছয়টি বিষয়?" এবার ছাত্রটি বলতে লাগলঃ

(১) আমি দেখলাম দুনিয়ার মানুষের মধ্যে শুধু হিংসা আর হিংসা। একজন আরেকজনের সাথে হিংসা করে। কেউ কাউকে ভালবাসেনা। আর আমি যখন আল্লাহর এই বাণী পাঠ করলাম,

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

"আমি জান্নাতীদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ ও মনোমালিন্য সম্পূর্ণরূপে বের করে দেবো, তারা পরস্পর ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়ে মুখোমুখি আসনে (আরাম করে) বসবে।" সূরা হিজরঃ ৪৭।

উস্তাদ তখন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যেতে চাও? ছাত্র বললঃ আমি আল্লাহ তাআ'লার এই বাণী পাঠ করেছি,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

"আর যারা তাদের রবের সামনে হাজির হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে তাদের প্রত্যেকের জন্যে (পুরস্কার হিসেবে) দুইটি করে জান্নাত রয়েছে।" সূরা আর-রাহমানঃ ৪৬। আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেছেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

"আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে দাঁড়ানোর ব্যাপারে ভীত হলো এবং নিজের নফসকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রাখলো, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।" সূরা নাযিয়াতঃ ৪০-৪১। সুতরাং, আমি আল্লাহকে ভয় করি। সেই সাথে জান্নাতের আশা নিয়ে আল্লাহর ভয়েই আমি নেক আমল করি। আর আমি আমার নফস থেকে খারাপ চিন্তা ও কুপ্রবৃত্তি বের করে ফেলেছি এবং নফসকে একদম সোজা করে ফেলেছি।

(২) আমি দেখলাম দুনিয়ার প্রত্যেকেই একজন করে খাস বন্ধু গ্রহণ করে। আমিও একজন বন্ধু খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু দেখলাম, সেই বন্ধুও এক সময় আলাদা হয়ে যাবে। কারণ মৃত্যুর সময় কারো বন্ধুই সাথে যায়না। একমাত্র তার আমলই সাথে যায়। তাই আমি দুনিয়ার কোন মানুষকে বন্ধু না বানিয়ে, শুধুমাত্র আখেরাতের জন্যে নেক আমলকেই বন্ধু বানালাম। উস্তাদ বললেন, "তুমি খুব ভাল করেছ।"

(৩) আমি দুনিয়ার মানুষের মধ্যে দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম, তাদের প্রত্যেকেরই এমন কিছু জিনিস আছে, যা সে লুকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু আমি দেখলাম, সেই লুকায়িত জিনিসটিও কখনো দুনিয়ার চোর-ডাকাতেরা নিয়ে চলে যায়। তাই আমি যখন দেখলাম, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নেক আমল করে, সেই…

তখন দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী বর্জন করে আমি জান্নাত যাওয়াকেই প্রাধান্য দিলাম। উস্তাদ তখন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন আমলের বিনিময়ে জান্নাতে যেতে চাও? ছাত্র বললঃ আমি আল্লাহ তাআ'লার এই বাণী পাঠ করেছি, …وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ...

(৪) আমি যখন দেখলাম দুনিয়ার মানুষেরা রিযিকের জন্য মারামারি, কাটাকাটি করছে এবং পরস্পর হিংসা করছে। তখন আমি আল্লাহর এই বাণী পেলাম,

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ

"তারা কি তোমার রবের রহমত (রিযিক) বণ্টন করে? দুনিয়ার জীবনে এদের মধ্যে জীবন যাপনের উপায় উপকরণ আমি বণ্টন করে দিয়েছি এবং এদের মধ্য থেকে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের উপর অনেক বেশী মর্যাদা দিয়েছি।" সূরা যুখরুফঃ ৩২। তখন থেকে রিযিকের জন্য বেশি হাহুতাশ করা এবং দুশ্চিন্তা করা সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছি।

(৫) আমি যখন দেখলাম, দুনিয়ার মানুষেরা পরস্পরকে শত্রু মনে করে এবং তাদের কেউ অন্য কাউকে দেখতে পারেনা, তখন আমি আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করলাম,

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

"আসলে শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তোমরাও তাকে…

(৫) আমি যখন দেখলাম, দুনিয়ার মানুষেরা পরস্পরকে শত্রু মনে করে এবং তাদের কেউ অন্য কাউকে দেখতে পারেনা, তখন আমি আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করলাম,

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

"আসলে শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তোমরাও তাকে নিজেদের শত্রু মনে করো। সেতো নিজের অনুসারীদেরকে নিজের পথে এজন্য ডাকছে, যাতে তারা জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।" (সূরা ফাতির: ৬) আল্লাহর এই বাণী উপলব্ধি করার পর আমি মানুষের সাথে শত্রুতা পোষণ করা বাদ দিয়ে কেবল শয়তানকেই আমার একমাত্র শত্রু বলে মনে করলাম।

(৬) আমি যখন দেখলাম দুনিয়ার মানুষেরা টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, ও অন্যান্য সম্পদের উপর নির্ভর করে এবং দুনিয়ার বিপদ-আপদকে ভয় করে। তখন আমি কুরআনের এই আয়াত দেখলাম,

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ

“যে ব্যক্তিই আল্লাহকে ভয় করে চলবে আল্লাহ তার জন্য কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন এবং এমন পন্থায় তাকে রিযিক দেবেন, যা সে কখনো কল্পনাও করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ অবশ্যই তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করে থাকেন।” সূরা তালাক: ২-৩। তখন আমি দুনিয়ার সব কিছু বাদ দিয়ে কেবল আল্লাহর উপরেই ভরসা করতে লাগলাম। তখন উস্তাদ বললেন, “সত্যিই তুমি অত্যন্ত উত্তম শিক্ষা গ্রহণ করেছ।”

অধ্যায় ২: ইলমের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

২.১ **ইলমের আভিধানিক** (لغوي) **অর্থ**

‘ইলম’ (العلم) **শব্দটি** আরবি, যার আভিধানিক অর্থ—
জানা, চেনা, উপলব্ধি করা, নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা, এবং বাস্তবতার সঠিক ধারণা লাভ করা।

এটি ‘জাহল’ (অজ্ঞতা)-এর বিপরীত। অর্থাৎ, যেখানে অজ্ঞতা নেই এবং সত্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে, সেটিই ইলম।

কোরআনের আলোকে আভিধানিক অর্থের ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“আর বলুন, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।”
— (সূরা ত্বা-হা: ১১৪)

এখানে ‘ইলম’ এমন এক জিনিস, যা বৃদ্ধি পায় এবং অর্জন করতে হয়।

আরও বলেনঃ

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا

“তারা যা জানে না, সে বিষয়ে অনুসরণ করো না।”
— (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৬)

এই আয়াত প্রমাণ করে, ইলম মানে নিশ্চিত জ্ঞান—অনুমান বা ধারণা নয়।

২. **ইলমের পারিভাষিক** (اصطلاحي) **অর্থ**

ইসলামী পরিভাষায় ‘ইলম’ বলতে বোঝায়—
”কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সেই জ্ঞান, যা মানুষের আকীদা, আমল, আখলাক এবং জীবনব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে এবং তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে ”

অর্থাৎ, পারিভাষিক অর্থে ইলম শুধুমাত্র তথ্য বা তত্ত্ব নয়; বরং তা এমন জ্ঞান, যা—

- হিদায়াত দেয়
- আমলের দিকে আহ্বান করে
- মানুষকে আল্লাহভীরু করে তোলে

৩. কোরআনের আলোকে ইলমের গভীর তাৎপর্য

১. ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদা

«وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا»

“তিনি আদম (আঃ)-কে সব কিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।”
— (সূরা বাকারা: ৩১)

এখানে জ্ঞানকে মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. ইলম হিদায়াত ও নূর

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

“তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব।”
— (সূরা মায়িদা: ১৫)

৫. ইলমের অভাব বিভ্রান্তির কারণ

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّاۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ

“তাদের অধিকাংশই ধারণার অনুসরণ করে; নিশ্চয়ই ধারণা সত্যের কোনো কাজেই আসে না।”
— (সূরা ইউনুস: ৩৬)

৪. হাদিসের আলোকে ইলমের সংজ্ঞা

১. ইলম অর্জন করা ফরজ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।"
— (সুনান ইবনে মাজাহ: ২২৪)

৬. ইলম সদকায়ে জারিয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ " .

"ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যুব ও কুতাইবাহ্ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকার আমল ছাড়া। ১. সাদাকা জারিয়াহ্ অথবা ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকার হয় অথবা ৩. পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দু'আ করতে থাকে।
— (সহিহ মুসলিম: ১৬৩১)

৫. ইলমের প্রকৃত স্বরূপ (বিশ্লেষণ)

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত ইলম এমন জ্ঞান—

- যা মানুষের **অন্তরকে আলোকিত করে**
- যা **আমলে রূপ নেয়**
- যা **আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে**
- যা **দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ বয়ে আনে**

অধ্যায়৩: পবিত্র কুরআনের আলোকে ইলমের ফজিলত

৩.১ ওহীর সূচনা এবং পড়ার নির্দেশ (The First Revelation)

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাঁক হলো জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হেরা গুহায় ওহী অবতরণ। মহান আল্লাহ জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম ইবাদত বা জিহাদের নির্দেশ দেননি, বরং জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন।

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

অনুবাদ: "পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" *(সুরা আল-আলাক, আয়াত: ১)*

বিশ্লেষণ: 'ইকরা' বা 'পড়ো' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ জ্ঞান অন্বেষণকে ইসলামের ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, মুসলিম উম্মাহর অগ্রযাত্রার মূল চাবিকাঠি হলো শিক্ষা ও গবেষণা।

৩.২ জ্ঞানীদের সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মান

কুরআন মজিদে আল্লাহ তাআলা জ্ঞানীদের এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছেন। ঈমানদারদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ মর্তবা।

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

অনুবাদ: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করবেন।" *(সুরা আল-মুজাদালাহ, আয়াত: ১১)*

তাফসীর ও প্রাসঙ্গিকতা: এই আয়াতে 'দারাজাত' (স্তরসমূহ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মুফাসসিরগণের মতে, একজন সাধারণ মুমিন এবং একজন আলেম বা জ্ঞানীর মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য আসমান ও জমিনের দূরত্বের সমান। এটি কেবল পরকালীন মর্যাদা নয়, দুনিয়াতেও জ্ঞানীরা সম্মানের পাত্র।

৩.৩ জ্ঞানী ও অজ্ঞের বৈষম্য

আল্লাহ তাআলা বিবেকবান মানুষকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে জ্ঞান ও মূর্খতার পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। এটি একটি যৌক্তিক চ্যালেঞ্জ যা ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানের প্রমাণ দেয়।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অনুবাদ: "বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?" *(সুরা আয-যুমার, আয়াত: ৯)*

বিশ্লেষণ: এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান যেমন এক নয়, তেমনি একজন জ্ঞানী ও মূর্খ ব্যক্তি চিন্তা-চেতনায়, আমলে ও মর্যাদায় কখনোই এক হতে পারে না।

৩.৪ আল্লাহর পরিচয় ও প্রকৃত খোদাভীতি

অনেকে মনে করেন কেবল ইবাদত করলেই আল্লাহর নৈকট্য পাওয়া যায়, কিন্তু কুরআন বলছে প্রকৃত খোদাভীতি বা তাকওয়া অর্জনের জন্য ইলম বা জ্ঞান অপরিহার্য।

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অনুবাদ: "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই (জ্ঞানী) তাঁকে যথাযথভাবে ভয় করে।" *(সুরা ফাতির, আয়াত: ২৮)*

তাফসীর: আল্লাহর গুণাবলী, তাঁর ক্ষমতা এবং সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে যার যত বেশি জ্ঞান আছে, তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালোবাসা তত বেশি প্রগাঢ় হয়। জ্ঞানহীন ইবাদত অনেক সময় মানুষকে পথভ্রষ্ট করে, কিন্তু ইলমভিত্তিক ইবাদত মানুষকে বিনয়ী করে।

৩.৫ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি জ্ঞান

আল্লাহ যখন আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিলেন, তখন ফেরেশতাদের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছিল কেবল জ্ঞানের মাধ্যমে।

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

অনুবাদ: "আর তিনি আদমকে সকল বস্তুর নাম শেখালেন।" *(সুরা বাকারা, আয়াত: ৩১)*

শিক্ষা: এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের প্রকৃত আভিজাত্য তার বংশ বা সম্পদে নয়, বরং তার অর্জিত জ্ঞানে। এই জ্ঞানের কারণেই ফেরেশতারা আদম (আ.)-কে সিজদা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মহান আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি কলম:
কলম ইলমের অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। ওবাদাহ বিন ছামেত (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ

“আল্লাহ তা‘আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন, লিখ। কলম বলল, কি লিখব? তিনি বললেন, তাকদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছুই।” [3]

সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টির কারণে ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত হয়। আর এই লেখনীর মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে ইলম সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কুরআন নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণ সাথে সাথে কুরআন লিখে নিয়েছেন। এছাড়া কুরআনুল কারীমের ২৯তম পারায় ৬৮তম সূরা হল “সূরা কলম” । ওমর ইবনুল খাত্তাব ও আনাস ইবন মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন,

قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابَةِ

(তোমরা ইলমকে লেখনীর দ্বারা বদ্ধ করে ফেল

৩.৬ জ্ঞান বৃদ্ধির নিরন্তর দুআ

জ্ঞান এমন এক সমুদ্র যার কোনো কূল-কিনারা নেই। এমনকি স্বয়ং নবীজিকেও (সা.) আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি সবসময় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন।

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

অনুবাদ: "এবং বলুন, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।" *(সুরা ত্বহা, আয়াত: ১১৪)*

অধ্যায় ৪: সুন্নাহর আলোকে ইলমের ফজিলত

৪.১ ইলম অর্জন ফরজ হওয়া

ইসলামে জ্ঞান অর্জন করা কেবল শখ বা অতিরিক্ত কোনো গুণ নয়, বরং এটি প্রতিটি মুসলিমের ওপর অর্পিত একটি অপরিহার্য দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্ঞানার্জনকে ইবাদতের সমতুল্য করেছেন।

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অনুবাদ: "ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ।" *(ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ২২৪)*

বিশ্লেষণ: এখানে 'ফরজ' শব্দটির মাধ্যমে শরীয়ত বুঝিয়ে দিয়েছে যে, দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো (যেমন: নামাজ, রোজা, হালাল-হারাম) না জানলে একজন ব্যক্তি গুনাহগার হবে। এটি মুসলিম উম্মাহকে মূর্খতা থেকে মুক্ত রাখার এক মহা ঘোষণা।

৪.২ জান্নাতের সহজ পথ (Path to Paradise)

পরকালের মুক্তি ও জান্নাত লাভের শর্টকাট বা সহজ উপায় হলো ইলম অর্জন করা। জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের কঠিন পথকে মসৃণ করে দেন।

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

অনুবাদ: "যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।" *(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ২৬৯৯)*

তাৎপর্য: জ্ঞান অর্জনের জন্য যে সময় ও শ্রম ব্যয় করা হয়, তা আল্লাহর কাছে জিহাদের সমতুল্য। এই হাদিসটি তালিবে ইলমদের জন্য সবচেয়ে বড় সুসংবাদ।

৪.৩ নবীদের উত্তরাধিকার

দুনিয়াতে মানুষের সবচেয়ে বড় মর্যাদা হলো আম্বিয়ায়ে কেরাম বা নবীদের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হওয়া। আর এই উত্তরাধিকার সম্পদ নয়, বরং জ্ঞান।

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। আর নবীরা কোনো দিরহাম বা দীনার (টাকা-পয়সা) উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যাননি, বরং তাঁরা রেখে গেছেন ইলম।" *(আবু দাউদ ও তিরমিজি)*

শিক্ষা: এই হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, একজন আলেম বা জ্ঞানীর মর্যাদা সমাজের যেকোনো বিত্তবান বা ক্ষমতাধর ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি। কারণ তিনি নবীদের রেখে যাওয়া মিশন পরিচালনা করেন।

৪.৪ ফেরেশতা ও সমগ্র সৃষ্টির দুআ

জ্ঞান অন্বেষণকারীর কাজ এতোই মহৎ যে, আসমান-জমিনের সকল সৃষ্টি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ

অনুবাদ: "একজন আলেমের জন্য আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।" *(ইবনে মাজাহ)*

বিশ্লেষণ: ফেরেশতারা তালিবে ইলমের পদতলে ডানা বিছিয়ে দেয় তাদের সম্মানে। এটি প্রমাণ করে যে, দ্বীনি ইলম অর্জনকারী কেবল নিজের কল্যাণ করে না, বরং তার কারণে পুরো মহাবিশ্বে রহমত নাযিল হয়।

৪.৫ কল্যাণের মাপকাঠি

আল্লাহ তাআলা কার জন্য কল্যাণ চান, তা বোঝার একটি সহজ উপায় হলো তার দ্বীনি জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ দেখা।

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

অনুবাদ: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান (ফক্বীহ) দান করেন।" *(সহিহ বুখারী, হাদিস নং: ৭১)*

সারকথা: যদি কেউ দেখে যে তার মন দ্বীনি ইলম অর্জনের দিকে ঝুঁকছে, তবে তার বোঝা উচিত আল্লাহ তাকে পছন্দ করেছেন এবং তার জন্য প্রভূত কল্যাণ লতিফ করে রেখেছেন।

৪.৬ ইলম: একটি অক্ষয় সম্পদ

মানুষ মারা যাওয়ার পর তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ইলমের সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকে।

অনুবাদ: "মানুষ যখন মারা যায় তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ব্যতীত: সদকায়ে জারিয়া, এমন ইলম যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।" *(সহিহ মুসলিম)*

অধ্যায় ৫: সালাফে সালেহীন ও আইম্মায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি

৫.১ ইলম অর্জনে সালাফদের ত্যাগ ও সাধনা

ইসলামের প্রথম যুগের মনিষীগণ (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ) ইলম অর্জনকে কেবল পড়াশোনা মনে করতেন না, বরং একে একটি উচ্চতর ইবাদত ও আত্মিক সাধনা মনে করতেন। তাঁদের কাছে একটি হাদিস সংগ্রহের জন্য মাসের পর মাস মরুভূমি পাড়ি দেওয়া ছিল অতি সাধারণ বিষয়। ইলম বা জ্ঞান অর্জনে আমাদের পূর্বসূরি বা সালাফে সালেহীনদের ত্যাগ ও সাধনা ছিল অভাবনীয়। তাঁরা একে কেবল শখ হিসেবে নেননি, বরং ইবাদত এবং জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ইলমের সন্ধানে তাঁরা মাইলের পর মাইল পথ হেঁটেছেন, অনাহারে থেকেছেন এবং পার্থিব সকল বিলাসিতা বিসর্জন দিয়েছেন।

- **জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.):** তিনি মাত্র একটি হাদিস শোনার জন্য মদিনা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত এক মাসের দীর্ঘ সফর করেছিলেন।
- **ইমাম বুখারী (রহ.):** তিনি সহিহ বুখারী সংকলনের জন্য হাজার হাজার মাইল সফর করেছেন। অনেক সময় তাঁর কাছে খাবার থাকতো না, বনের লতাপাতা খেয়ে তিনি জ্ঞান অন্বেষণ অব্যাহত রেখেছেন।
- **ইমাম বুখারী (রহ.):** ইলম অন্বেষণের সফরে এক সময় তাঁর কাছে কোনো অর্থ ছিল না। তিনি বনের লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন। এমনকি এক সফরে তাঁর কাছে পোশাক না থাকায় তিনি ঘর থেকে বের হতে পারছিলেন না, পরে ছাত্ররা চাঁদা তুলে তাঁকে পোশাক কিনে দেন। (তারিখে বাগদাদ।

৫.২ ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি

ফিকহ শাস্ত্রের ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইলম ও আমলের সমন্বয়ে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলতেন:

"মানুষের জন্য ফিকহ বা দ্বীনি গভীর জ্ঞান অর্জন করা হলো নিজের নফসের (আত্মার) অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা।"

তিনি আরও বলতেন যে, ইলম অর্জনের মূল উদ্দেশ্য হলো আমল করা। যে ব্যক্তি কেবল বিতর্কের জন্য ইলম অর্জন করে, সে প্রকৃত নূর থেকে বঞ্চিত হয়। তিনি তাঁর ছাত্রদের বলতেন, "তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত বড় আলেম হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমার উস্তাদের প্রতি তোমার সম্মান পাহাড়ের মতো অটল হয়।"

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.): তিনি এতই দরিদ্র ছিলেন যে, তাঁর সন্তান মারা গেলে দাফন-কাফনের কাজ আত্মীয়দের ওপর ছেড়ে দিয়ে তিনি ইমাম আবু হানিফার দরসে হাজির হয়েছিলেন, পাছে কোনো ইলম ছুটে যায়! (মানাকিবু আবি হানিফা।

৫.৩ ইমাম মালেক (রহ.)-এর ইলমের প্রতি শ্রদ্ধা

মদিনার ইমাম, ইমাম মালেক (রহ.) ইলমের প্রতি এতটাই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, তিনি যখনই হাদিস পড়াতেন, তখন অজু করে, সুগন্ধি মেখে এবং সর্বোত্তম পোশাক পরে অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে বসতেন। তিনি বলতেন:

"ইলম বা জ্ঞান হলো একটি নূর (আলো), যা আল্লাহ তাআলা মুমিনের অন্তরে ঢেলে দেন। এটি অনেক বেশি বর্ণনা বা মুখস্থ করার নাম নয়, বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এক বিশেষ প্রজ্ঞা।"

৫.৪ ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর জ্ঞান দর্শন

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ছিলেন একাধারে ফকীহ এবং শ্রেষ্ঠ কবি। জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি আপনার থিসিসে বিশেষ মাত্রা যোগ করবে:

"العِلْمُ صَيْدٌ وَالكِتَابَةُ قَيْدٌ"

অনুবাদ: "ইলম হলো শিকারের মতো, আর লেখা হলো সেই শিকারকে বেঁধে রাখা।"

তিনি বলতেন, "নফল নামাজের চেয়ে জ্ঞান চর্চা করা আমার কাছে বেশি উত্তম।" তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, জ্ঞান অর্জনের জন্য মানুষের পাঁচটি জিনিসের প্রয়োজন: মেধা, গভীর আগ্রহ, দারিদ্র্য বা কৃচ্ছ্রসাধন, উস্তাদের সান্নিধ্য এবং দীর্ঘ সময়।

ইমাম শাফিঈ (রহ.): তাঁর শৈশব ছিল অত্যন্ত দারিদ্র্যের। কাগজ কেনার টাকা ছিল না বলে তিনি পরিত্যক্ত হাড্ডি, চামড়া এবং মাটির পাত্রের টুকরোতে শিক্ষকের লেকচার লিখে রাখতেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া)

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.): তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ১০ লক্ষ দিরহামের পুরোটাই ইলম অর্জন এবং হাদিস সংগ্রহের পেছনে ব্যয় করেছিলেন। শেষ জীবনে তাঁর জুতো কেনার মতো টাকাও অবশিষ্ট ছিল না।

৫.৫ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর অটলতা

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আপনি তো ইমাম হয়ে গেছেন, তবুও কেন হাতে দোয়াত-কলম নিয়ে ঘুরে বেড়ান?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন:

"مَعَ المِحْبَرَةِ إِلَى المَقْبَرَةِ"

অনুবাদ: "কালির দোয়াত নিয়ে কবর পর্যন্ত (অর্থাৎ আমৃত্যু) আমি জ্ঞান অন্বেষণ করে যাব।"

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.): ফজর হওয়ার অনেক আগেই তিনি ইলম চর্চার জন্য বেরিয়ে পড়তেন। তাঁর মা দয়া পরবশ হয়ে তাঁর কাপড় টেনে ধরতেন যাতে তিনি একটু বিশ্রাম নিতে পারেন।

৫.৬ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর বাণী

তিনি বলতেন, "আমি সেই ব্যক্তিকে আশ্চর্যান্বিত মনে করি, যে দ্বীনি ইলম অর্জন করেনি; সে কীভাবে নিজেকে সম্মানিত মনে করতে পারে?" তাঁর মতে, ইলম হলো আভিজাত্যের আসল মাপকাঠি।

৫.৭ সালাফদের দৃষ্টিতে ইলম ও তাকওয়া

সালাফে সালেহীনগণ বিশ্বাস করতেন যে, যে ইলম মানুষকে আল্লাহর ভয় (তাকওয়া) শেখায় না, তা আসলে ইলমই নয়। প্রখ্যাত তাবেয়ী মাসরুক (রহ.) বলতেন, "আল্লাহর ভয় অর্জন করাই হলো প্রকৃত ইলম, আর নিজের ওপর অতি আত্মবিশ্বাস থাকাই হলো প্রকৃত জাহেলিয়াত।"

ইলম শুধু তথ্য নয়, বরং আমলসহ জ্ঞান

ইমাম মালিক ইবনে আনাস বলেনঃ

“ইলম অধিক বর্ণনা (রেওয়ায়াত) নয়; বরং ইলম হলো এমন নূর, যা আল্লাহ বান্দার অন্তরে স্থাপন করেন।”

হাসান আল-বাসরি (রহঃ) বলেনঃ

“ইলমের উদ্দেশ্য হলো আমল করা। যদি আমল না করা হয়, তবে ইলম মানুষের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়।”

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ

“তোমরা ইলম শিখো; আর ইলম শেখার সাথে সাথে নম্রতা ও ধৈর্য শিখো।”

ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেনঃ

“যে ইলম উপকার করে না, তা ইলম নয়।”

তাকওয়ার সংজ্ঞা

আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) তাকওয়া সম্পর্কে বলেনঃ

“তাকওয়া হলো—আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর বিধান অনুযায়ী আমল করা, অল্পে সন্তুষ্ট থাকা এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।”

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

“তাকওয়া হলো এমনভাবে চলা, যেমন কেউ কাঁটাযুক্ত পথে চলে—নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে।”

ফুযাইল ইবনে আয়াদ (রহঃ) বলেনঃ

“যদি আমল খাঁটি না হয়, তা কবুল হয় না; আর খাঁটি হতে হলে তা আল্লাহর জন্য হতে হবে।”

তাকওয়া ইলমের বরকত বৃদ্ধি করে

ইমাম শাফিঈ (রহঃ) তার শিক্ষককে বলেন, স্মরণশক্তি দুর্বল হওয়ার কথা। তখন তাকে উপদেশ দেওয়া হয়—

“গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো; কারণ ইলম হলো নূর, আর আল্লাহর নূর পাপীর কাছে দেওয়া হয় না।”

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ

“যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া ইবাদত করে, সে পথভ্রষ্ট; আর যে ইলম অর্জন করে কিন্তু আমল করে না, সে বিভ্রান্ত।”

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেনঃ

“মানুষ ইলমের চেয়ে বেশি প্রয়োজন তাকওয়ার।”

অর্থাৎ, ইলমের চূড়ান্ত ফলই হলো তাকওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

“দুনিয়াতে আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান।”
— (সহিহ মুসলিম)

আরও বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، وَرَّثَهُ اللهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“যে ব্যক্তি জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ তাকে এমন জ্ঞান দান করেন যা সে জানত না।”
— (বায়হাকি)

সালাফদের জীবন থেকে বাস্তব শিক্ষা

- তারা ইলম অর্জন করতেন **আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য**
- ইলমের সাথে সাথে **আমল করতেন**
- গুনাহ থেকে বাঁচতেন, কারণ এটি **ইলমের বরকত নষ্ট করে**
- তারা ইলমকে **দায়িত্ব** মনে করতেন, অহংকারের কারণ নয়

অধ্যায় ৬: ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে দ্বীনি ইলমের প্রয়োজনীয়তা

৬.১ ব্যক্তিগত জীবনে ইলমের প্রভাব

একজন মুমিনের ব্যক্তিগত চরিত্র গঠন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দ্বীনি ইলম হলো মূল চালিকাশক্তি। এর প্রভাবগুলো নিম্নরূপ:

ক) আকিদা ও বিশ্বাস সংশোধন: সঠিক জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ) বোঝা সম্ভব নয়। সমাজে প্রচলিত শিরক, বিদআত এবং ভ্রান্ত আকিদা থেকে বাঁচতে ইলম হলো একমাত্র ঢাল। ইলম মানুষকে শেখায় কীভাবে কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হয়।

খ) ইবাদতের বিশুদ্ধতা নিশ্চিতকরণ: পবিত্রতা (তাহারাত), নামাজ, রোজা ও হজ্জের সঠিক নিয়ম না জানলে ইবাদত কেবল একটি যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হয়। ইলম ইবাদতের ভেতরে প্রাণসঞ্চার করে এবং তা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার পথ সুগম করে।

গ) আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক উন্নয়ন: ইলম মানুষকে বিনয়ী করে। অহংকার, হিংসা এবং লোকদেখানো ইবাদত (রিয়া) থেকে বাঁচতে হলে অন্তরের ব্যাধি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইমাম গাজালী (রহ.)-এর মতে, নিজের দোষ ত্রুটি জানাই হলো প্রকৃত জ্ঞানের শুরু।

৬.২ পারিবারিক জীবনে ইলমের ভূমিকা

পরিবার হলো সমাজের মূল ভিত্তি। একটি আদর্শ পরিবার গঠনের জন্য শুধু ভালোবাসা নয়, বরং সঠিক দিকনির্দেশনাও প্রয়োজন—আর সেই দিকনির্দেশনার উৎস হলো **দ্বীনি ইলম**। ইলমের মাধ্যমে পরিবারে নৈতিকতা, শৃঙ্খলা, পারস্পরিক সম্মান ও আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সঠিক আকীদা ও ঈমানভিত্তিক পরিবার গঠন

দ্বীনি ইলম পরিবারকে শিরক, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে রক্ষা করে এবং সঠিক ঈমান প্রতিষ্ঠা করে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো…”
— (সূরা তাহরিম: ৬)

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব বোঝায়

দ্বীনি ইলম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ করে।

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"তোমরা তাদের সাথে সদাচরণ করো।"
— (সূরা নিসা: ১৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

"তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।"
— (তিরমিজি)

☞ ইলম ছাড়া অনেক সময় পরিবারে ভুল বোঝাবুঝি ও অন্যায় আচরণ দেখা যায়।

সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালন

দ্বীনি ইলম সন্তানদেরকে নৈতিক, আদর্শবান ও আল্লাহভীরু হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

"আর তুমি তোমার পরিবারকে সালাতের নির্দেশ দাও..."
— (সূরা ত্বা-হা: ১৩২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

"مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ"

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের নির্দেশ দাও..."
— (আবু দাউদ)

☞ ইলমের মাধ্যমেই সন্তানদের সঠিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠন সম্ভব।

নৈতিকতা ও উত্তম চরিত্র গঠন

দ্বীনি ইলম পরিবারে সততা, ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতা গড়ে তোলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

"إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ"

“আমি উত্তম চরিত্র পূর্ণতা দান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।”
— (মুসনাদ আহমদ)

☞ ইলম ছাড়া পরিবারে ঝগড়া-বিবাদ, রাগ ও অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়।

হালাল-হারাম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি

ইলম পরিবারকে হালাল উপার্জন ও হারাম থেকে বাঁচতে সাহায্য করে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“হে মানুষ! পৃথিবীর যা কিছু হালাল ও পবিত্র, তা থেকে আহার করো…”
— (সূরা বাকারা: ১৬৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

"إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ..."

“হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট…”
— (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)

☞ পরিবারের রিযিক ও জীবনধারা শুদ্ধ রাখতে ইলম অপরিহার্য।

পারিবারিক শান্তি ও ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা

দ্বীনি ইলম স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্মান বৃদ্ধি করে।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও…”
— (সূরা রূম: ২১)

☞ ইলম পরিবারকে শান্তির নিবাসে পরিণত করে।

পারিবারিক সমস্যা সমাধানে দিকনির্দেশনা

দ্বীনি ইলম পারিবারিক বিরোধ সমাধানে সঠিক পদ্ধতি শেখায়।

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"আর যদি তোমরা দাম্পত্য কলহের আশঙ্কা করো, তবে এক পক্ষ থেকে একজন সালিশ এবং অন্য পক্ষ থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করো…"
— (সূরা নিসা: ৩৫)

☞ ইলম থাকলে সমস্যা যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গতভাবে সমাধান করা যায়।

আখিরাতমুখী পরিবার গঠন:

দ্বীনি ইলম পরিবারকে শুধু দুনিয়ামুখী নয়, বরং আখিরাতমুখী করে তোলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إل

"যখন মানুষ মারা যায়, তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিস ছাড়া… নেক সন্তান…"
— (সহিহ মুসলিম)

☞ ইলমের মাধ্যমে সন্তানদের নেক বানানো যায়, যা পিতা-মাতার জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়।

৬.৩ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইলমের প্রভাব

সমাজকে জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করতে ইলম অপরিহার্য। ইলম (জ্ঞান) মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে যেমন আলোকিত করে, তেমনি সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও সুশৃঙ্খল ও উন্নত করে। ইসলামের দৃষ্টিতে ইলম শুধু ইবাদতের জন্য নয়; বরং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও সুষ্ঠু অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি।

ক) হালাল-হারাম ও মুয়ামালাত (লেনদেন): বর্তমান অর্থনীতিতে সুদ (রিবা), ঘুষ এবং ওজনে কম দেওয়ার মতো ব্যাধি মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। একজন মুসলিম ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবীকে তার কর্মক্ষেত্রে কোনটি বৈধ আর কোনটি অবৈধ তা জানার জন্য প্রয়োজনীয় 'ফিকহুল মুয়ামালাত' বা লেনদেনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।

হালাল উপার্জন নিশ্চিত করে

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না..."
— (সূরা বাকারা: ১৮৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

"নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট..."
— (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)

☞ ইলম মানুষকে বৈধ উপার্জনের পথ দেখায়।

সুদ (রিবা) ও অন্যায় অর্থনীতি থেকে রক্ষা

"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"

"আল্লাহ বেচাকেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন..."
— (সূরা বাকারা: ২৭৫)

☞ ইলম ছাড়া মানুষ সহজেই সুদভিত্তিক অন্যায় অর্থনীতিতে জড়িয়ে পড়ে।

যাকাত ও দান ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়ন

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"তোমরা সালাত কায়েম করো এবং যাকাত দাও..."
— (সূরা বাকারা: ৪৩)

☞ ইলম অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করে এবং দরিদ্রদের অধিকার নিশ্চিত করে।

অপচয় ও অপব্যয় রোধ

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই...”
— (সূরা বনী ইসরাঈল: ২৭)

☞ ইলম মানুষকে সঠিকভাবে সম্পদ ব্যবহারে সচেতন করে।

অর্থনৈতিক ন্যায় ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

“যাতে সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে...”
— (সূরা হাশর: ৭)

খ) সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার: ইসলামে প্রতিবেশীর হক, এতিমের সম্পদ রক্ষা এবং শ্রমিকের মজুরি পরিশোধের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশনা রয়েছে। যখন সমাজে দ্বীনি ইলমচর্চা বাড়ে, তখন মানুষের অধিকার হরণ বন্ধ হয় এবং একটি ইনসাফপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

দ্বীনি ইলম মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের শিক্ষা দেয়।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন...”
— (সূরা নাহল: ৯০)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়বিচারের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো...”
— (সূরা নিসা: ১৩৫)

৬.৪ ফিতনা ও বিভ্রান্তি প্রতিরোধে ইলম

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে ইসলামের নামে ইন্টারনেটে অনেক বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার চালানো হয়। সাধারণ মানুষ অনেক সময় না বুঝে ভুল পথে পরিচালিত হয়।

- **মানদণ্ড:** দ্বীনি ইলম থাকলে একজন ব্যক্তি খুব সহজেই সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করতে পারে।
- **মধ্যপন্থা (ওয়াসাতিয়াহ):** ইলম মানুষকে চরমপন্থা ও শিথিলতা—উভয়টি বর্জন করে ইসলামের মধ্যপন্থী আদর্শে চলতে শেখায়।

৬.৫ ইলমহীনতার সামাজিক পরিণাম

রাসূলুল্লাহ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, কিয়ামতের আগে ইলম তুলে নেওয়া হবে এবং মানুষ মূর্খদের নেতা বানাবে, ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে। আজকের সমাজের অস্থিরতা, নৈতিক অবক্ষয় এবং মূল্যবোধের অভাব মূলত দ্বীনি ইলম থেকে দূরে সরে যাওয়ারই ফল।

ইলম না থাকার ক্ষতিকর প্রভাব:

- সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ বৃদ্ধি
- দুর্নীতি ও অবিচার ছড়িয়ে পড়া
- হারাম উপার্জন বৃদ্ধি
- ধনী-গরিব বৈষম্য বৃদ্ধি

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

“তারা অনুমানের অনুসরণ করে…”
— (সূরা ইউনুস: ৩৬)

সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“মুমিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই…”
— (সূরা হুজুরাত: ১০)

অধ্যায় ৭: ইলম অর্জনের আদব ও শর্তাবলী

৭.১ আদবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় 'আদব' বলতে শিষ্টাচার, নৈতিকতা এবং সঠিক পদ্ধতিকে বোঝায়। ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বলতেন, "আমি ত্রিশ বছর আদব শিখেছি এবং বিশ বছর ইলম অর্জন করেছি।" অর্থাৎ ইলমের চেয়ে আদবের গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। আদবহীন ইলম মানুষকে অহংকারী করে তোলে, আর আদবসহ ইলম মানুষকে বিনয়ী ও আল্লাহর নিকটবর্তী করে।

৭.২ জ্ঞান অন্বেষণকারীর অপরিহার্য গুণাবলী ও আদব

একজন তালিবে ইলমের জন্য অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কিছু আদব মেনে চলা আবশ্যক:

১. ইখলাস বা নিয়তের বিশুদ্ধতা:

ইলম অর্জনের প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো নিয়তকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত করা। দুনিয়াবি খ্যাতি, পদমর্যাদা বা তর্কে জেতার জন্য ইলম অর্জন করা হারাম।

- **হাদিস:** "যে ব্যক্তি এমন ইলম অর্জন করল যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, কিন্তু সে তা কেবল দুনিয়াবি স্বার্থে শিখল, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।" (আবু দাউদ)
    - ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি।

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

"তারা তো কেবল এ নির্দেশই পেয়েছিল যে, তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে..."
— (সূরা বায়্যিনাহ: ৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

"مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

“যে ব্যক্তি এমন ইলম অর্জন করে, যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, কিন্তু সে তা দুনিয়ার কোনো স্বার্থে অর্জন করে, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।”
— (আবু দাউদ)

২. তাকওয়া ও গুনাহ বর্জন:

গুনাহ হলো ইলমের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। ইলম হলো একটি 'নূর' বা আলো, আর গুনাহ হলো অন্ধকার। অন্ধকার ও আলো একসাথে থাকতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যখন তাঁর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ উস্তাদ ওয়াকী (রহ.)-এর কাছে করেছিলেন, তখন উস্তাদ তাঁকে গুনাহ ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

তাকওয়া ইলমের মূল ভিত্তি

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দেবেন...”
— (সূরা বাকারা: ২৮২)

৩. সবর বা ধৈর্য ও মেহনত:

ইলমের পথ দীর্ঘ এবং কণ্টকাকীর্ণ। অল্পতেই ধৈর্যহারা হলে গভীর জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। রাত জেগে পড়াশোনা, সফরের কষ্ট এবং অভাব-অনটনে ধৈর্য ধারণ করা একজন তালিবে ইলমের ভূষণ।

ইলম অর্জনের পথে কষ্ট ও ধৈর্য অপরিহার্য:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“আর যারা আমার পথে চেষ্টা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব...”
— (সূরা আনকাবুত: ৬৯)

বিনয়

অহংকার ইলমের শত্রু।

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

“আর রহমানের বান্দারা তারা, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে…”
— (সূরা ফুরকান: ৬৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

"مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ"

“যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে মর্যাদায় উন্নীত করেন।”
— (সহিহ মুসলিম)

৪. উস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনয়:

উস্তাদ বা শিক্ষকের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা ইলম বরকতময় হওয়ার অন্যতম কারণ। উস্তাদের সামনে নিচু স্বরে কথা বলা, তাঁর অনুমতি ছাড়া কথা না বলা এবং তাঁর ভুল ধরিয়ে দেওয়ার

ক্ষেত্রেও আদব বজায় রাখা জরুরি। সালাফরা বলতেন, "যে উস্তাদকে সম্মান করে না, সে ইলমের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়।"

শিক্ষকের প্রতি সম্মান ইলমের বরকতের অন্যতম শর্ত।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের কণ্ঠ নবীর কণ্ঠের উপর উঁচু করো না…”
— (সূরা হুজুরাত: ২)

এই আয়াত থেকে শিক্ষকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা নেওয়া হয়।

৫. সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা:

একজন জ্ঞান অন্বেষণকারীর প্রতিটি সেকেন্ড মূল্যবান। অনর্থক আড্ডা, অতিরিক্ত ঘুম এবং অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট করা ইলমের জন্য ক্ষতিকর। ইমাম ইবনে জাওজী (রহ.) বলতেন, "মানুষের উচিত তার সময়ের প্রতি অত্যন্ত কৃপণ হওয়া।"

ইলমের প্রকৃত লক্ষ্য হলো আমল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা তোমরা করো না?”
— (সূরা সাফ: ২-৩)

☞ আমল ছাড়া ইলম মানুষের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

"إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ"

“কুরআনের উদাহরণ উটের মতো; যদি তা বেঁধে রাখা হয়, তবে তা থাকে, আর ছেড়ে দিলে চলে যায়।”
— (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)

ইলম অর্জনে প্রশ্ন করা গুরুত্বপূর্ণ।

وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

“সময়ের কসম! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে...”
— (সূরা আসর: ১-২)

☞ সময় অপচয় ইলমের ক্ষতি করে।

সৎ ও জ্ঞানীদের সঙ্গ ইলমের উন্নতি ঘটায়।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

“তুমি তাদের সাথে থাকো, যারা সকাল-সন্ধ্যা তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে...”
— (সূরা কাহফ: ২৮)

৭.৩ ইলম অর্জনের কিছু বিশেষ শর্ত

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইলম অর্জনের জন্য ৬টি শর্তের কথা একটি কবিতায় উল্লেখ করেছেন:

১. ذكاء **(মেধা):** আল্লাহর দেওয়া বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা।

২. حرص **(আগ্রহ):** নতুন কিছু জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

৩. اجتهاد **(পরিশ্রম):** অলসতা ত্যাগ করে কঠোর পরিশ্রম।

৪. بلغة **(আর্থিক সংগতি/সংস্থান):** মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর মতো ব্যবস্থা।

৫. صحبة أستاذ **(উস্তাদের সান্নিধ্য):** বই পড়ে নয়, বরং সরাসরি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা গ্রহণ।

৬. طول زمان **(দীর্ঘ সময়):** রাতারাতি আলেম হওয়া সম্ভব নয়, এটি দীর্ঘ সময়ের সাধনা।

৭.৪ ইলমের সরঞ্জাম ও পরিবেশের আদব

- **কিতাবের সম্মান:** কিতাব বা বইয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। অপবিত্র অবস্থায় কিতাব স্পর্শ না করা এবং কিতাবের ওপর অন্য কোনো ভারী বস্তু না রাখা।
- **লেখার অভ্যাস:** যা শেখা হবে তা লিখে রাখা। কারণ "স্মৃতিশক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, কিন্তু লেখা প্রমাণ হিসেবে থেকে যায়।"

৭.৫ ইলম অর্জনের পদ্ধতি

১. **মৌলিক কিতাব দিয়ে শুরু করা:** প্রথমেই কঠিন বিষয়ে না গিয়ে বুনিয়াদি শিক্ষা গ্রহণ করা।

২. **ধারাবাহিকতা বজায় রাখা:** প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন সম্পন্ন করা।

৩. **মুজাকারা বা আলোচনা:** সহপাঠীদের সাথে পঠিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, যা জ্ঞানকে মস্তিষ্কে স্থায়ী করে।

অধ্যায় ৮: ইলম অনুযায়ী আমল না করার পরিণাম

৮.১ ইলম ও আমলের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

ইসলামি জীবনদর্শনে ইলম (জ্ঞান) এবং আমল (কর্ম) একে অপরের পরিপূরক। ইলম হলো বৃক্ষ আর আমল হলো তার ফল। ফলহীন বৃক্ষ যেমন মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না, তেমনি আমলহীন ইলমও মানুষের কোনো উপকারে আসে না। ইমাম মালেক (রহ.) বলতেন, "যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করল কিন্তু আমল করল না, সে নিজের ওপর আল্লাহর হুজ্জত বা প্রমাণকে আরও শক্তিশালী করল।"

ইলম ও আমল: একটি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

ইলম অর্জনের মূল উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। ইলম হলো নকশা, আর আমল হলো সেই নকশা অনুযায়ী তৈরি ইমারত।

- **বিখ্যাত উক্তি:** ইমাম সুফিয়ান সাওরি (রহ.) বলতেন—

  "ইলম আমলের ডাক দেয়; যদি আমল সেই ডাকে সাড়া দেয় তবে ইলম থাকে, অন্যথায় ইলম প্রস্থান করে।"

কুরআনের আলোকে ইলম ও আমল

কুরআন মজিদে যেখানেই সফলতার কথা বলা হয়েছে, সেখানে ঈমান ও ইলমের সাথে 'আমলে সালেহ' বা নেক আমলের কথা জোরালোভাবে এসেছে।

- **সংশ্লিষ্টতা:** আল্লাহ তাআলা বলেন:

  "উত্তম কথা তাঁরই, যিনি আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন এবং **নেক আমল করেন**..." (সূরা ফুসসিলাত: ৩৩)

৮.২ কুরআনের আলোকে আমলহীনতার নিন্দা

পবিত্র কুরআনে সেই সব ব্যক্তিদের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে, যারা অন্যকে ভালো কাজের উপদেশ দেয় কিন্তু নিজেরা তা পালন করে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ক্রোধের বিষয়।" *(সূরা আস-সাফ, আয়াত: ২-৩)*

বিশ্লেষণ: এখানে 'মাকতান' (مَقْتًا) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ চরম ঘৃণা বা ক্রোধ। অর্থাৎ যারা জেনে-বুঝে আমল করে না, তাদের ওপর আল্লাহর বিশেষ গজব নাযিল হয়। এছাড়া বনী ইসরাইলের আলেমদের গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যারা কিতাব বহন করে কিন্তু তার মর্ম বোঝে না বা মানে না (সূরা জুমুআ, আয়াত: ৫)।

- **সতর্কবাণী:** যারা জানে কিন্তু মানে না, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন:

  "হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ক্রোধের বিষয়।" (সূরা আস-সাফ: ২-৩)

৮.৩ হাদিসের আলোকে আমলহীন আলেমের ভয়াবহতা

রাসূলুল্লাহ (সা.) মিরাজের রাতে এবং বিভিন্ন বর্ণনায় আমলহীন জ্ঞানীদের শোচনীয় পরিণাম বর্ণনা করেছেন।

১. জাহান্নামের প্রথম ইন্ধন: কিয়ামতের দিন যে তিন ব্যক্তিকে দিয়ে জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত করা হবে, তাদের একজন হলো সেই আলেম যে ইলম অর্জন করেছিল কেবল মানুষের কাছে 'বড় আলেম' উপাধি পাওয়ার জন্য, আল্লাহর জন্য নয়। (সহিহ মুসলিম)

২. নিজের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে প্রদক্ষিণ: হাদিসে এসেছে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার নাড়িভুঁড়ি পেট থেকে বের হয়ে আসবে এবং সে গাধার মতো তার চারপাশে ঘুরতে থাকবে। জাহান্নামীরা তাকে জিজ্ঞেস করবে, "আপনি কি আমাদের সৎ কাজের আদেশ দিতেন না?" সে বলবে, "হ্যাঁ, দিতাম; কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না।" (সহিহ বুখারী ও মুসলিম)

হাদিসের আলোকে আমলহীন ইলমের পরিণতি

রাসূলুল্লাহ (সা.) এমন জ্ঞান থেকে পানাহ চাইতেন যা কোনো উপকারে আসে না।

- **উপকারহীন ইলম:** রাসূল (সা.) দোয়া করতেন:

  "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এমন ইলম থেকে আশ্রয় চাই যা কোনো উপকারে আসে না।" (সহীহ মুসলিম: ২৭২২) (উপকারহীন ইলম বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে যার ওপর আমল করা হয় না।

- **হাশরের ময়দানে জবাবদিহিতা:** রাসূল (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন বান্দা চারটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদমও নড়তে পারবে না। তার মধ্যে একটি হলো:

  "সে তার অর্জিত ইলম অনুযায়ী কী আমল করেছে?" (সুনানে তিরমিযী: ২৪১৭)

ইলম ও আমলের সম্পর্কের যৌক্তিক দিক

ইলম (জ্ঞান)	আমল (কর্ম)
ইলম হলো বৃক্ষ বা শিকড়।	আমল হলো সেই বৃক্ষের ফল।
ইলম পথ দেখায় (Guide)।	আমল গন্তব্যে পৌঁছায় (Action)।
ইলম ছাড়া আমল বিভ্রান্তিকর।	আমল ছাড়া ইলম বোঝা স্বরূপ।

৮.৪ ইলমহীন আমল বনাম আমলহীন ইলম

- **ইলমহীন আমলকারী:** যারা না জেনে ইবাদত করে, তারা অনেক সময় বিদআত বা ভুল পথে পরিচালিত হয়। (খ্রিস্টানদের সাথে এদের সাদৃশ্য দেওয়া হয়।
- **আমলহীন ইলমধারী:** যারা জানে কিন্তু মানে না, তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়। (ইহুদিদের সাথে এদের সাদৃশ্য দেওয়া হয়। ইসলাম আমাদের এই দুই চরমপন্থার মাঝখানে 'সিরাতাল মুস্তাকিম' বা সঠিক পথে চলতে শেখায়, যেখানে ইলম ও আমল একত্রে থাকবে।

৮.৫ আমলহীন ইলমের পার্থিব ও অপার্থিব ক্ষতি

১. **বরকতহীনতা:** আমল না করলে ইলম অন্তর থেকে মুছে যায় এবং সেই ইলম থেকে অন্য কেউ হেদায়েত পায় না। ২. **অহংকার বৃদ্ধি:** আমলহীন আলেম নিজেকে বড় মনে করতে শুরু করে, যা তার ধ্বংসের কারণ হয়। ৩. **অন্যের জন্য ফিতনা:** একজন আলেম যখন ভুল কাজ করেন, তখন সাধারণ মানুষ তা দেখে বিভ্রান্ত হয় এবং তারা মনে করে এই কাজটি হয়তো জায়েজ।

কুরআনে ঐসব কিতাবধারী লোকদের সম্পর্কে একটি কঠোর উপমা দেওয়া হয়েছে যারা ইলম রাখে কিন্তু আমল করে না:

"যাদেরকে তাওরাত দেওয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তা বহন (অনুসরণ) করেনি, তাদের উদাহরণ হলো সেই **গাধার মতো**, যে কিতাবের বোঝা বহন করে।" (সূরা আল-জুমুআহ: ৫)

সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের পূর্বসূরিগণ ইলমকে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় মনে করতেন না।

- **ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.):** তিনি বলতেন, "আমি কোনো হাদিস লিখলে তার ওপর অন্তত একবার হলেও আমল করার চেষ্টা করেছি।"
- **ইমাম গাজ্জালী (রহ.):** তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আইয়্যুহাল ওয়ালাদ'-এ লিখেছেন, "যদি তুমি একশ বছর ধরে ইলম অর্জন করো এবং হাজার হাজার কিতাব জমা করো, কিন্তু আমল না করো—তবে তা তোমাকে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না।

৫.৬ মুক্তি ও সংশোধনের পথ

১. **নিয়মিত মুহাসাবা:** নিজের আমল নিয়ে প্রতিদিন চিন্তা করা।

২. **অল্প ইলমেও আমল করা:** যতটুকু জানা যাবে, সেটুকুর ওপর সাথে সাথে আমল শুরু করা।

৩. **দুআ করা:** "হে আল্লাহ! আমাকে এমন ইলম দিন যা উপকারী (ইলমে নাফে।"

অধ্যায় ৯: আধুনিক যুগ ও দ্বীনি ইলম: চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

৯.১ বর্তমান প্রেক্ষাপটে দ্বীনি ইলমের সংকট

বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। জ্ঞানের প্রসারের পাশাপাশি দ্বীনি ইলম অর্জনের পথে কিছু নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে, বর্তমান যুগকে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ বলা হলেও, দ্বীনি ইলমের ক্ষেত্রে এক ধরনের গভীর সংকট লক্ষ্য করা যায়। বাহ্যিক জ্ঞান ও তথ্যের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত দ্বীনি জ্ঞানের অভাব, ভুল ব্যাখ্যা, এবং আমলবিহীন জ্ঞান সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। এই সংকট ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ—সব ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

- **ইন্টারনেট ও বিভ্রান্তি:** ইন্টারনেটে নির্ভরযোগ্য উৎসের চেয়ে অনির্ভরযোগ্য তথ্যের ছড়াছড়ি বেশি। সাধারণ মানুষ অনেক সময় 'গুগল' বা 'ইউটিউব' থেকে অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে ফতোয়া দিতে শুরু করে।

  বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভুল দ্বীনি তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

  "তারা অনুমানের অনুসরণ করে; নিশ্চয়ই অনুমান সত্যের কোনো কাজে আসে না।"
  — (সূরা ইউনুস: ৩৬)

  যাচাইহীন তথ্য মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

- **বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা:** আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দ্বীনি নৈতিকতার চেয়ে অর্থ উপার্জন ও ক্যারিয়ারকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, ফলে মেধাবী শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ দ্বীনি ইলম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

  يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

  "তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিক জানে, কিন্তু আখিরাত সম্পর্কে উদাসীন।"
  — (সূরা রূম: ৭)

আজ অনেক মুসলিম কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

"আর রাসূল বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতি এই কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে।"
— (সূরা ফুরকান: ৩০)

☞ এই আয়াত বর্তমান বাস্তবতার একটি প্রতিচ্ছবি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

"إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا"

“আল্লাহ ইলম উঠিয়ে নেবেন না মানুষের অন্তর থেকে, বরং আলেমদের মৃত্যু দ্বারা ইলম উঠিয়ে নেবেন…”
— (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)

☞ প্রকৃত আলেমের অভাব আজ বড় সংকট।

অনেক ক্ষেত্রে আলেমদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হয় না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

"لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا"

“যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”
— (তিরমিজি)

ভ্রান্ত আকীদা ও বিদআতের বিস্তার:

ইলমের অভাবে সমাজে কুসংস্কার ও বিদআত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“তারা কি তাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করবে, যদিও তারা কিছুই বুঝত না?”
— (সূরা বাকারা: ১৭০)

☞ অন্ধ অনুসরণ দ্বীনের বিশুদ্ধতা নষ্ট করে।

দাওয়াহ ও শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা

অনেক স্থানে সঠিক দ্বীনি শিক্ষা পৌঁছাচ্ছে না।

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে…”
— (সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

☞ দাওয়াহর ঘাটতি সংকটকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রযুক্তির অপব্যবহার

প্রযুক্তি যেমন উপকারী, তেমনি ভুলভাবে ব্যবহার করলে ক্ষতিকর।

☞ সোশ্যাল মিডিয়া বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর মাধ্যম হয়ে উঠছে।

সমাধানের দিকনির্দেশনা (সংক্ষেপে)

১. কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন বৃদ্ধি করা
২. আলেমদের সাথে সংযোগ রাখা
৩. যাচাই করে দ্বীনি জ্ঞান গ্রহণ করা
৪. ইলম অনুযায়ী আমল করা
৫. পরিবার ও সমাজে দ্বীনি শিক্ষা চালু করা

৯.২ আধুনিক বিজ্ঞান ও দ্বীনি ইলমের সমন্বয়

ইসলাম কখনো আধুনিক বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির বিরোধী নয়। বরং কুরআন বারবার সৃষ্টিজগত নিয়ে গবেষণা করতে বলেছে।

- **সমন্বিত শিক্ষা:** একজন মুমিনকে যেমন নামাজ-রোজার মাসআলা জানতে হবে, তেমনি তাকে সমসাময়িক বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে। যাতে সে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব আধুনিক যুক্তিতে প্রমাণ করতে পারে।
- **ইলমের আধুনিকায়ন:** কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি ঠিক রেখে আধুনিক সমস্যার (যেমন: ডিজিটাল লেনদেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, চিকিৎসা বিজ্ঞান) সমাধান বের করার জন্য গভীর ইলম প্রয়োজন।

তথ্যপ্রযুক্তির যুগে দ্বীনি জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া

আজকের যুগে ইন্টারনেট, অ্যাপ, অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে ইলম দ্রুত ছড়ানো সম্ভব।

☞ ফলে দ্বীনি জ্ঞান বিশ্বব্যাপী সহজে পৌঁছানো যায়।

ভুল তথ্য প্রতিরোধ

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

“তারা অনুমানের অনুসরণ করে; অথচ অনুমান সত্যের কোনো কাজে আসে না।”
— (সূরা ইউনুস: ৩৬)

☞ আধুনিক প্ল্যাটফর্মে যাচাই করা ইলম প্রচার করা জরুরি।

শিক্ষা সহজ ও আকর্ষণীয় করা

ভিডিও লেকচার, ডিজিটাল বই, অনলাইন মাদরাসা ইত্যাদি ইলমকে সহজ করেছে।

গবেষণা ও ইজতিহাদের বিকাশ

ইসলামী জ্ঞানকে সমসাময়িক সমস্যার সাথে মিলিয়ে সমাধান বের করা।

ইলম আধুনিকায়নের বৈধ সীমা (শরিয়াহর দৃষ্টিভঙ্গি)

ইলম আধুনিকায়ন অবশ্যই শরিয়াহর সীমার মধ্যে হতে হবে।

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো, যদি তোমরা না জানো।”
— (সূরা নাহল: ৪৩)

☞ অর্থাৎ, আধুনিক উপায় গ্রহণযোগ্য, কিন্তু দ্বীনের মূলনীতি পরিবর্তনযোগ্য নয়।

সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ

- ভুল ব্যাখ্যা ও ফেক তথ্য
- ইন্টারনেটে যাচাইহীন ফতোয়া ছড়ানো।
- ইলমের পবিত্রতা নষ্ট হওয়া
- দ্বীনি জ্ঞানকে বিনোদন বা ট্রেন্ড হিসেবে ব্যবহার।
- আলেমদের ভূমিকা হ্রাস
- অনেকে সরাসরি অনলাইন থেকে ভুল তথ্য গ্রহণ করে।

ইসলামী সমাধান ও দিকনির্দেশনা

১. নির্ভরযোগ্য উৎস ব্যবহার করা

কুরআন, সহিহ হাদিস ও নির্ভরযোগ্য আলেমদের অনুসরণ করা।

২. যাচাই-বাছাই করা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসিক ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে আসে, তবে যাচাই করো..."
— (সূরা হুজুরাত: ৬)

৩. আলেমদের সাথে সংযোগ রাখা

৪. ইখলাস বজায় রাখা

৯.৩ ফিতনা প্রতিরোধে ইলমের ভূমিকা

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে **'ফিতনা'** বলতে এমন বিশৃঙ্খলা, অস্পষ্টতা বা পরীক্ষাকে বোঝায় যা মানুষকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে। ফিতনার অন্ধকারে যখন সত্য-মিথ্যা একাকার হয়ে যায়, তখন কেবল **'ইলম'** বা সঠিক জ্ঞানই পারে একজন মুমিনকে সঠিক দিশা দিতে। বর্তমান যুগে নাস্তিক্যবাদ ও বিভিন্ন বিজাতীয় সংস্কৃতির যে জোয়ার বইছে, তা থেকে নিজেকে ও পরিবারকে বাঁচাতে হলে গভীর দ্বীনি ইলম ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। সঠিক জ্ঞান থাকলে একজন মুমিন যে কোনো যুক্তিখণ্ডন করে নিজের ঈমান অটল রাখতে পারে।

সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণ (আল-ফুরকান)

ফিতনার সময় সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল তা বোঝা যায় না। ইলম মানুষের বিবেককে এমন এক মানদণ্ড দান করে যার মাধ্যমে সে মেকি আদর্শ ও প্রকৃত হকের পার্থক্য করতে পারে।

"হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো (তাকওয়া ও ইলম অর্জন করো), তবে তিনি তোমাদেরকে 'ফুরকান' (সত্য-মিথ্যা পার্থক্যের শক্তি) দান করবেন।" (সূরা আল-আনফাল: ২৯)

অস্পষ্টতা বা সংশয় (Shubuhat) দূর করা

আধুনিক যুগে বিভিন্ন মতবাদ, ইসলামবিদ্বেষী প্রচারণা এবং অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মুসলিমদের মনে সংশয় তৈরি করা হয়। গভীর ইলম বা জ্ঞান ছাড়া এই বুদ্ধিবৃত্তিক ফিতনা মোকাবিলা করা অসম্ভব। দ্বীনি ইলম থাকলে কেউ সহজেই কোনো ভ্রান্ত যুক্তি দ্বারা বিভ্রান্ত হয় না।

চরমপন্থা ও শিথিলতা থেকে রক্ষা

ফিতনা সাধারণত দুইভাবে আসে— হয় ধর্মের নামে চরমপন্থা (Extremism), অথবা ধর্মের বিধিবিধানের প্রতি চরম অবজ্ঞা (Liberalism)। ইলম একজন মানুষকে **'মধ্যপন্থা'** বা সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর অবিচল রাখতে সাহায্য করে। ইলম শেখায় যে, আবেগ দিয়ে নয় বরং দলিল ও প্রজ্ঞা দিয়ে ফিতনা মোকাবিলা করতে হয়।

উলামায়ে কেরামের দিকনির্দেশনা অনুসরণ

ফিতনার সময় সাধারণ মানুষ আবেগপ্রবণ হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে। হাদিস অনুযায়ী, ইলম হলো সেই নূর যা অন্ধকার সময়ে পথ দেখায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"নিশ্চয়ই আলেমরা নবীদের উত্তরাধিকারী।" (সুনানে আবু দাউদ)

ফিতনার মেঘ ঘনীভূত হলে বিজ্ঞ আলেমদের পরামর্শ ও ইলমি তাহকীক (গবেষণা) সমাজকে বড় ধরনের রক্তপাত বা বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে।

ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা (সবর ও বাসিরাত)

ফিতনা প্রতিরোধের একটি বড় হাতিয়ার হলো ধৈর্য। ইলম মানুষকে শেখায় যে, ফিতনার সময় তাড়াহুড়ো না করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ফিতনার যুগে অবস্থানকারী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন যে, তখন উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম (অর্থাৎ অস্থিরতা না করা। এই প্রজ্ঞা কেবল ইলমের মাধ্যমেই অর্জন সম্ভব।

ভ্রান্ত আকিদা ও বিদআত দমন

ফিতনার অন্যতম রূপ হলো আকিদাগত বিভ্রান্তি ও বিদআতের প্রসার। যখন সমাজে সুন্নাহর ইলম জ্যান্ত থাকে, তখন বিদআত বা নতুন উদ্ভাবিত ভ্রান্ত নিয়মগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। ইলম হলো ঢালের মতো, যা বিদআতের তীর থেকে ঈমানকে রক্ষা করে।

গুজব ও অপপ্রচার রোধ

ফিতনার সময় গুজব খুব দ্রুত ছড়ায়। ইলম আমাদের শেখায় কোনো সংবাদ শুনলেই তা বিশ্বাস না করতে। আল্লাহ বলেন:

"হে মুমিনগণ! যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করে নাও..." (সূরা আল-হুজুরাত: ৬)

সারসংক্ষেপ

সহীহ বুখারীর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামতের আগে আল্লাহ ইলম তুলে নেবেন এবং মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে, আর তখনই ফিতনা দেখা দেবে। সুতরাং:

- **ইলম হলো আলো:** যা ফিতনার অন্ধকার দূর করে।
- **ইলম হলো রক্ষাকবচ:** যা ঈমান ও আমলকে বিচ্যুতি থেকে বাঁচায়।
- **ইলম হলো মানদণ্ড:** যা দিয়ে ফিতনার সময় হকপন্থী হওয়া যায়।তাই ফিতনা থেকে বাঁচতে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে শুদ্ধ দ্বীনি ইলম চর্চার কোনো বিকল্প নেই।

অধ্যায় ১০: উপসংহার ও সুপারিশ

১০.১ থিসিসের সারসংক্ষেপ

এই থিসিসের মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে, ইসলামে ইলম বা জ্ঞান কোনো সাধারণ বিষয় নয়, বরং এটি ঈমানের রূহ এবং ইবাদতের প্রাণ। প্রথম অধ্যায় থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত আমরা ইলমের সংজ্ঞা, কুরআনি দলিল, নববী ফজিলত, সালাফদের ত্যাগ এবং বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, ইলম ছাড়া যেমন পরকালীন মুক্তি অসম্ভব, তেমনি ইলম ছাড়া দুনিয়াবি সম্মানও ক্ষণস্থায়ী।

১০.২ গবেষণালব্ধ ফলাফল

১. ইলম হলো সেই নূর যা দিয়ে হক ও বাতিলের পার্থক্য করা যায়। ২. কেবল তথ্য জানার নাম ইলম নয়, বরং আল্লাহর ভয় ও আমলই হলো ইলমের আসল মানদণ্ড। ৩. সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় রোধে দ্বীনি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

১০.৩ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুপারিশ

এই গবেষণার ভিত্তিতে আমরা নিচের সুপারিশগুলো প্রদান করছি:

- **প্রাথমিক শিক্ষা:** প্রতিটি মুসলিম পরিবারে সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই কুরআনের মৌলিক জ্ঞান ও নবীজির জীবনী শিক্ষা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা। প্রাথমিক শিক্ষা হলো মানুষের জীবনের প্রথম ও মৌলিক শিক্ষা স্তর, যেখানে একজন শিশু বা শিক্ষার্থী লেখা, পড়া, নৈতিকতা এবং জীবনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করে। ইসলামে প্রাথমিক শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারণ এটি ব্যক্তির চরিত্র, ঈমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি তৈরি করে।

মসজিদভিত্তিক পাঠাগার:

প্রতিটি মসজিদে একটি করে উন্নত পাঠাগার স্থাপন করা যেখানে সাধারণ মানুষ সহিহ দ্বীনি কিতাব পড়ার সুযোগ পাবে। মসজিদভিত্তিক পাঠাগার হলো এমন একটি জ্ঞানকেন্দ্র, যেখানে মসজিদের ভেতরে বা মসজিদ-সংলগ্ন স্থানে কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকহ এবং অন্যান্য উপকারী ইসলামী বই সংরক্ষণ করে মানুষের জন্য অধ্যয়নের সুযোগ তৈরি করা হয়। ইসলামের ইতিহাসে মসজিদ সবসময়ই শুধু ইবাদতের স্থান নয়, বরং **শিক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র** ছিল।

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।"
— (সূরা মুজাদিলা: ১১)

জ্ঞান অর্জনের জন্য পরিবেশ তৈরি করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

মসজিদের ঐতিহাসিক ভূমিকা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে মসজিদে নববী ছিল—

- ইবাদতের স্থান
- শিক্ষা কেন্দ্র
- বিচারালয়
- সামাজিক আলোচনার কেন্দ্র

সাহাবায়ে কেরাম মসজিদেই কুরআন ও হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

মসজিদভিত্তিক পাঠাগারের গুরুত্ব

ইলম প্রচারের কেন্দ্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

"بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً"

"আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।"
— (সহিহ বুখারি)

- পাঠাগার জ্ঞান প্রচারের অন্যতম মাধ্যম।
- পাঠাগার সমাজে দাওয়াহ ও জ্ঞান বিস্তারে সাহায্য করে।

মসজিদভিত্তিক পাঠাগারের বৈশিষ্ট্য

- কুরআন ও তাফসির বই সংরক্ষণ
- সহিহ হাদিস গ্রন্থ রাখা
- ইসলামিক গবেষণামূলক বই
- নৈতিক ও জীবনমুখী সাহিত্য
- শিক্ষার্থীদের জন্য অধ্যয়ন কোণ

পাঠাগারের উপকারিতা

- ব্যক্তিগত উন্নয়ন
- জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র গঠন।
- পরিবার ও সমাজ উন্নয়ন
- সঠিক দ্বীনি শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে।
- কুসংস্কার দূরীকরণ
- ভুল বিশ্বাস ও বিদআত কমে যায়।
- ইলম সংরক্ষণ
- ইসলামী জ্ঞান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে যায়।

১০.৪ **আলেমদের ভূমিকা:**

আলেম সমাজকে বর্তমান যুগের আধুনিক সমস্যাগুলো নিয়ে আরও বেশি গবেষণা (ইজতিহাদ) করতে হবে এবং সাধারণ মানুষের ভাষায় তা উপস্থাপন করতে হবে। আলেমগণ ইসলামী সমাজের জ্ঞান, দিকনির্দেশনা ও নৈতিকতার ভিত্তি। তারা কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যাকারী এবং উম্মাহর জন্য হিদায়াতের বাতিঘর। ইসলামে আলেমদের মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ এবং তাদের ভূমিকা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ—সব ক্ষেত্রেই অপরিহার্য।

আলেমদের প্রধান ভূমিকা

দ্বীনি জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচার

আলেমরা কুরআন ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা সংরক্ষণ ও প্রচার করেন।

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে...”
— (সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

সমাজকে সঠিক পথ দেখানো

আলেমরা সমাজকে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে সচেতন করেন।

ফতোয়া প্রদান ও সমস্যার সমাধান

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।”
— (সূরা নাহল: ৪৩)

☞ সমাজের জটিল সমস্যার সমাধানে আলেমরা পথ দেখান।

বিদআত ও ভ্রান্তি থেকে রক্ষা

আলেমরা সমাজকে ভুল আকীদা ও কুসংস্কার থেকে রক্ষা করেন।

চরিত্র গঠন ও নৈতিক শিক্ষা

আলেমদের মাধ্যমে মানুষ আখলাক ও আদব শেখে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“তোমরা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করো...”
— (সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

☞ আলেমরা ইসলামের বার্তা বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দেন।

সমাজে ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা

আলেমরা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ দূর করে ঐক্য গড়ে তোলেন।

১০.৫ আলেমদের দায়িত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

"كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে...”
— (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম)

☞ আলেমদের দায়িত্ব হলো সঠিক জ্ঞান প্রচার করা এবং উম্মাহকে গাইড করা।

১০.৬ আলেমদের গুরুত্ব উপেক্ষার ক্ষতি

- ভ্রান্ত আকীদা বৃদ্ধি পায়
- সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ায়
- বিদআত ও কুসংস্কার বাড়ে
- দ্বীনি শূন্যতা তৈরি হয়

ইলম ও প্রযুক্তির সমন্বয়:

দ্বীনি দাওয়াত ও শিক্ষার কাজে আধুনিক মিডিয়া ও টেকনোলজিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা। বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগ। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে **প্রযুক্তি** হলো একটি মাধ্যম বা টুলস, আর **ইলম** হলো লক্ষ্য। প্রযুক্তিকে যখন সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়, তখন তা দ্বীনি ইলম প্রচার ও প্রসারে এক অভাবনীয় বিপ্লব ঘটাতে পারে।

ইলম ও প্রযুক্তির এই সমন্বয় কীভাবে করা সম্ভব এবং এর গুরুত্ব কী, তা নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ইলম প্রসারের গতিশীলতা

প্রাচীনকালে একটি হাদিস বা মাসআলা যাচাই করার জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হতো। আজ প্রযুক্তির কল্যাণে মুহূর্তেই বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের মানুষের কাছে ইলম পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

- **ডিজিটাল লাইব্রেরি:** 'মাকতাবাতু শামিলা' বা 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন'-এর মতো বিশাল ডাটাবেজের মাধ্যমে হাজার হাজার কিতাব এখন হাতের মুঠোয়।

- **অনলাইন দরস:** জুম, ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্ববরেণ্য আলেমদের ক্লাস ঘরে বসেই করা যাচ্ছে।

ইলমের বিশুদ্ধতা যাচাই

প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো তথ্য বা হাদিসের সূত্র (Sanad) যাচাই করা এখন অনেক সহজ হয়েছে। বিভিন্ন সফটওয়্যার ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একটি হাদিস সহীহ না যঈফ, তা খুব দ্রুত বের করা সম্ভব। এটি ইলমের নামে মিথ্যাচার বা জাল হাদিস প্রতিরোধে বড় ভূমিকা রাখছে।

১০.৭ আধুনিক সমস্যার শরয়ী সমাধান

প্রযুক্তি কেবল ইলম প্রচারেই সাহায্য করে না, বরং প্রযুক্তির ফলে সৃষ্ট নতুন নতুন সমস্যার সমাধান দিতেও ইলমের প্রয়োজন হয়।

- **ই-কমার্স ও ব্যাংকিং:** অনলাইন কেনাকাটা, বিটকয়েন বা ডিজিটাল কারেন্সি এবং আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার শরয়ী হুকুম প্রদানের জন্য ফকীহদের প্রযুক্তি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক।
- **চিকিৎসাবিজ্ঞান:** জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, আইভিএফ (IVF) বা অর্গান ট্রান্সপ্লান্টের মতো বিষয়গুলোতে শরীয়তের ফয়সালা দিতে হলে আলেমদের আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করতে হয়।

দাওয়াতের নতুন দিগন্ত

বর্তমানে মানুষ স্ক্রিন বা পর্দার সামনে বেশি সময় ব্যয় করে। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বীনি দাওয়াতকে আরও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায়।

পডকাস্ট ও অডিও বুক: ব্যস্ত সময়ে মানুষ শোনার মাধ্যমে ইলম অর্জন করতে পারছে

সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা

- **উস্তাদের সান্নিধ্য:** প্রযুক্তি কেবল তথ্যের উৎস হতে পারে, কিন্তু আদব ও আত্মশুদ্ধির (তাজকিয়া) জন্য উস্তাদের সরাসরি সাহচর্য অপরিহার্য। শুধু অনলাইন দেখে 'আলেম' হওয়ার প্রবণতা বিপজ্জনক।
- **নির্ভরযোগ্য উৎস:** ইন্টারনেটে প্রচুর ভুল তথ্য ও ফিতনা রয়েছে। তাই নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট ও আলেমদের পেজ অনুসরণ করা জরুরি।

সালাফদের আদর্শ ও বর্তমান বাস্তবতা

সালাফরা তাঁদের সময়ের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করেছেন ইলম সংরক্ষণে। যেমন— চামড়া থেকে কাগজে স্থানান্তরের সময় তাঁরা তা গ্রহণ করেছিলেন। আজকের যুগে কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) হলো আমাদের জন্য সেই মাধ্যম।

"প্রযুক্তি হলো একটি তলোয়ারের মতো; যদি এটি দ্বীনি ইলমের ধারক কোনো মুমিনের হাতে থাকে, তবে তা জিহাদের কাজ করে। আর যদি অজ্ঞ বা ফাসিকের হাতে থাকে, তবে তা ধ্বংসের কারণ হয়।"

১০.৮ সমাপ্তি কথা

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সেই ইলম দান করুন যা আমাদের বিনয়ী করে, আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে সাহায্য করে এবং যা কিয়ামতের দিন আমাদের জন্য নাজাতের অসীলা হয়। আমীন।

দ্বীনি ইলম হলো মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফলতার পথ দেখায়। কোরআন ও হাদিসের আলোকে স্পষ্ট যে, ইলম মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে, সঠিক আকীদা ও আমলের শিক্ষা দেয় এবং একটি আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বর্তমান যুগে নানা ধরনের ফিতনা, ভ্রান্ত ধারণা ও তথ্যের ভিড়ে প্রকৃত দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা আরও বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক বিশুদ্ধ ইলম অর্জনের চেষ্টা করা, সেই অনুযায়ী আমল করা এবং অন্যদের মাঝেও তা ছড়িয়ে দেওয়া।

ইমাম আহমদ (রহ) এর উক্তি:

মানুষের খাদ্যের চেয়ে ইলমের প্রয়োজন বেশী, কারণ খাদ্য দিনে ২/৩ বার প্রয়োজন হয়, কিন্তু ইলমের প্রয়োজন প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে।

*قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

মূর্খরা কি জ্ঞানীদের সমকক্ষ হতে পারে? যাহারা জানে তারা আলেম আর যাহারা জানে না তারা মূর্খ (সুরা জুমার আয়াত: ৯)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

যারা চোখে দেখে আর যারা চোখে দেখে না, তারা কখনো সমান হতে পারে না। (সুরা জুমার আয়াত: ১৬)

হযরত আলী (রা:) বলেন: সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। জ্ঞান আপনাকে সর্ব বিষয়ে রক্ষা করে, আপনি সম্পদকে রক্ষা করেন। অর্থ ব্যয় করলে কমে আর জ্ঞান ব্যয় করিলে বৃদ্ধি পায়।

হযরত আলী (রা:) বলেন: প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে বিনয়ী করে, অহংকারী নয়।

পরিশেষে বলা যায় ইলমে দ্বীন হলো অন্তরের খাদ্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আমাদের অবশ্যই নিয়তকে পরিশুদ্ধ রেখে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শুধু জ্ঞান অর্জন না, বরং অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা এবং তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।

হে আল্লাহ: আমাদের উপকারী জ্ঞান দান করুন। ইলম অর্জনের তাওফিক দিন এবং অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমলের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

বর্তমান অস্থির পৃথিবীতে শান্ত ও সঠিক দিক নির্দেশনায় আমাদের কুরআন ও সুন্নাহর ইলমের দিকে ফিরে যেতে হবে। ইলমে দ্বীন মানুষকে সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যায়।

আমাদের উচিত:

ইলমে দ্বীন হলো সর্বোত্তম নেয়ামত, যা মানুষকে পশু তুল্য জীবন থেকে বের করে মানবতার সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যায়।

আমাদের উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্বীনি ইলমের আলোকে আমল করার মাধ্যমে দুনিয়ার শান্তি এবং আখেরাতের মুক্তি নিশ্চিত করা।

অতএব, আসুন আমরা সবাই দ্বীনি ইলম অর্জন, তার ওপর আমল এবং প্রচারের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের চেষ্টা করি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে উপকারী ইলম দান করুন এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমিন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. পবিত্র আল-কুরআনুল কারীম

২. সহীহ বুখারী, ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল বুখারী (রহ.)

৩. সহীহ মুসলিম, ইমাম মুসলিম ইবন হাজ্জাজ (রহ.)

৪. সুনানে আবু দাউদ, ইমাম আবু দাউদ (রহ.)

৫. সুনানে তিরমিজি, ইমাম তিরমিজি (রহ.)

৬. সুনানে ইবনে মাজাহ, ইমাম ইবনে মাজাহ (রহ.)

৭. মুসনাদে আহমদ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)

৮. রিয়াদুস সালিহীন, ইমাম নববী (রহ.)

৯. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ইমাম আবু হামিদ আল-গাজ্জালী (রহ.)

১০. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.)

১১. ফাতহুল বারী, ইবনে হাজর আল-আসকালানী (রহ.)

১২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.)

১৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ

১৪. বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য ইসলামিক ওয়েবসাইট ও গবেষণাপত্র